

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র

(Indian Federation)

৯

৯.১. ভূমিকা (Introduction) :

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রসঙ্গ আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই জানা প্রয়োজন যুক্তরাষ্ট্র বলতে কি বোঝায়। যে শাসনব্যবস্থায় সমস্ত শাসনক্ষমতা একটি কেন্দ্রীয় সরকার ও কয়েকটি রাজ্য সরকারের মধ্যে একটি লিখিত ও দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধান দ্বারা বন্টন করা হয় এবং যে শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সংবিধান সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য একটি নিরপেক্ষ বিচারালয় থাকে, তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বলে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- (১) একটি কেন্দ্রীয় সরকার ও কয়েকটি রাজ্য সরকারের পাশাপাশি অবস্থান, যারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং সম গুরুত্বযুক্ত।
- (২) সরকারের যাবতীয় ক্ষমতা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বিভাজন, যাতে এক সরকার অন্যের ক্ষমতা বা এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ করতে না পারে।
- (৩) এই ক্ষমতা বিভাজনের ভিত্তি হিসাবে একটি সংবিধানের উপস্থিতি।
- (৪) সংবিধানটি লিখিত ও দুস্পরিবর্তনীয় হবে যাতে কোন সরকার সংবিধান পরিবর্তন বা সংশোধন করে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে না পারে সেজন্য।
- (৫) সংবিধানের লিখিত অংশ নিয়ে কেন্দ্র রাজ্য সরকার বা রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সাংবিধানিক বিষয় সংক্রান্ত বিরোধ ঘটলে তা মীমাংসার জন্য একটি নিরপেক্ষ বিচারালয়ের উপস্থিতি।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে ভারতবর্ষের সংবিধানকে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতিযুক্ত বলা যায় কিনা তা জানার জন্য ভারতীয় সংবিধানের সংশ্লিষ্ট দিকগুলির বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

৯.২. যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দুটি পদ্ধতি (Two methods to form a federal system) :

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দুটি ধরন দেখা যায়—প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধরন, যেখানে ১৩টি স্বাধীন রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় নিজেদের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে। সেখানে স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি নিজেদের স্বশাসনের ন্যূনতম ক্ষমতা ও এক্তিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদান করেছে এবং যতটা সম্ভব ততটা ক্ষমতা নিজেদের হাতে রেখে দিয়েছে। ফলে সেখানে একত্রীকরণ পদ্ধতিতে যে যুক্তরাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ন্যূনতম ক্ষমতা ভোগ করে, রাজ্য সরকারগুলি অনেক বেশি ক্ষমতার অধিকারযুক্ত।

দ্বিতীয়ত, কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের ধরন, যেখানে কানাডা ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধীন এবং প্রদেশগুলির কোন স্বাধীন অস্তিত্ব ছিল না, সেখানে প্রদেশগুলি স্বেচ্ছায় চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটায়নি। এককেন্দ্রিক কানাডার প্রদেশগুলিকে বিভক্তিকরণের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয় এবং পরে তাদের নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। সেখানে প্রদেশগুলির কোন স্বাভাবিক বিভক্তিকরণের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয় এবং পরে তাদের নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। সেখানে প্রদেশগুলির কোন স্বাভাবিক

দাবি ছিল না, কারণ তারা এককেন্দ্রিক শাসনের অধীন ছিল। তাই সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ব্যাপক, প্রদেশগুলি তুলনায় কম ক্ষমতা ভোগ করে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রধানত বিভক্তিকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্রিটিশ শাসিত এককেন্দ্রিক ভারতের প্রদেশগুলিকে সংবিধান দ্বারা স্বশাসনের অধিকার প্রদান করা হয়। তারপর স্বাধীনতার সময় দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতে যোগদান করে এবং ভারতীয় সংবিধান একত্রীকরণ পদ্ধতি দ্বারা তখন তাদের ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত করে। অর্থাৎ ভারতে কানাডার বিভক্তিকরণ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একত্রীকরণ—দুটি পদ্ধতিই কার্যকর দেখা যায়। তবে প্রথমটির প্রভাব অনেক বেশি অংশে জুড়ে ছিল। তাই ভারতে কানাডার মত কেন্দ্রীয় সরকারই বেশি শক্তিশালী। পরে যেসব স্বাধীন রাজ্য ভারতীয় রাষ্ট্রে যোগ দেয়, তাদের কাউকে কাউকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়, যেমন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের জন্য বিশেষ ক্ষমতা।

৯.৩. ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি (Nature of the Indian Federation) :

ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি যুক্ত লোক বাস করে, এর আয়তনও বিশাল, ভৌগোলিক বিভিন্নতা, যেমন পাহাড়, নদী, সমতল, সাগর, মালভূমি ইত্যাদিও ভারতের বৈশিষ্ট্য। এই বিশালায়তনযুক্ত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে ভারতীয় সংবিধান-প্রণেতারা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলেন এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধরন অনুসরণের চিন্তা করেন। সংবিধানসভায় নেহেরুর আট দফা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রস্তাবের মধ্যে বলা হয় যে সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু ক্ষমতা থাকবে আর সেগুলি বাদে বাকী সব ক্ষমতা থাকবে রাজ্যগুলির হাতে। অর্থাৎ অঙ্গরাজ্যগুলি স্বশাসিত একক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান নির্দিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হবে। পরে এই ভাবনার পরিবর্তন ঘটে। সংবিধান রচনাকালে (১৯৪৬-৪৯ সাল) ভারতে দেশভাগজনিত নানা সমস্যা, উগ্র জাতীয়তাবাদ, মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটে, যা ভারতীয় ঐক্য ও সংহতিকে প্রশ্নচিহ্নের মুখে ফেলে। তাই সংবিধান সভার সদস্যরা শেষ পর্যন্ত ভারতের জন্য যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারগুলির তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী।

বস্তুত, ভারতীয় সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদে ভারতকে রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন (Union of States) বলে অভিহিত করা হয়েছে। সংবিধানের কোথাও ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র বলা হয়নি। ভারতকে কেন যুক্তরাষ্ট্র না বলে ইউনিয়ন বলা হয়েছে, সে প্রসঙ্গে খসড়া সংবিধান পেশ করার সময় ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে খসড়া কমিটির সভাপতি আশ্বেদকর বলেন যে ইউনিয়ন শব্দটি ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। দুটি বিষয়ের ওপর তিনি জোর দেন—প্রথমত, রাজ্যগুলির মধ্যে যেচ্ছায় কোন চুক্তি দ্বারা ভারতীয় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দ্বিতীয়ত, চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট না হওয়ার জন্য ভারতের কোন রাজ্য ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ক্ষমতা ভোগ করে না। তাছাড়াও ইউনিয়ন শব্দটির মাধ্যমে বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতের ঐক্যের ধারণাকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

৯.৪. ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Features of the Constitution of India) :

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—

- (১) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মতো ভারতে দু-ধরনের সরকার আছে—সমগ্র ভারতের শাসন পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের শাসন কাজের জন্য পৃথক রাজ্য সরকার। ভারতে ২৯টি অঙ্গরাজ্যের জন্য ২৯টি রাজ্য সরকার ছিল। ২০১৯ সালের আগস্ট মাস থেকে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য আর রাজ্য পদবাচ্য নয়।
- (২) ভারতীয় সংবিধান দ্বারা আইন, শাসন ও আর্থিক—সব ধরনের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। আইন সংক্রান্ত ক্ষমতাবিভাজন প্রসঙ্গে বিস্তারিত তালিকা আছে—কেন্দ্রীয় তালিকার ৯৯টি

বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য তালিকার ৬১টি বিষয়ে রাজ্য সরকার আইন প্রণয়ন করে। যুগ্ম তালিকাভুক্ত ৫২টি বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই আইন করতে পারে।

- (৩) ভারতে একটি লিখিত সংবিধান আছে এবং সংবিধানের প্রাধান্য আছে। সংবিধানই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতার উৎস।
- (৪) ভারতের সংবিধান অংশত দুপরিবর্তনীয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে বজায় রাখার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের স্বার্থ জড়িত যেসব অংশ দুপরিবর্তনীয় হওয়া দরকার, সেইসব অংশগুলি দুপরিবর্তনীয় করা হয়েছে।
- (৫) ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারসমূহের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্য একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে সুপ্রীম কোর্টের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখা যায়।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান এবং ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলি সাধারণত অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায় না। সেগুলি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে অনন্যতা ও স্বাভাব্য দান করেছে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রধানত কেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে।

সেগুলি হল—

(১) ক্ষমতাবন্টনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রাধান্য—

- সংখ্যা ও ব্যাপকতার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় তালিকার গুরুত্ব অনেক বেশি এবং এগুলির ওপর খালি কেন্দ্রীয় সরকারের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা আছে।
- রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়গুলির গুরুত্ব অনেক কম। এগুলির ওপর সাধারণত রাজ্য সরকার আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু রাজ্যগুলি অনুরোধ করলে বা কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষ বা রাজ্যসভা যদি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ঠিকঠাক চলছে না তাহলে এবং রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা জারী করলে রাজ্য তালিকার ওপর কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন করে।
- যুগ্ম তালিকাভুক্ত কোন বিষয়ের ওপর রাজ্য সরকার আইন করলে কেন্দ্রীয় সরকার তার বিরোধী আইন করতে পারে, কিন্তু কেন্দ্রীয় কোন আইন প্রণয়ন করলে রাজ্য সরকার তার বিরোধী আইন করতে পারে না।
- অবশিষ্ট ক্ষমতা অথবা কেন্দ্র, রাজ্য ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ের বাইরে কোন বিষয়ের উদ্ভব হলে তা কেন্দ্রের এজিয়ারডুক্ত হবে, রাজ্যের নয়।

অর্থাৎ ক্ষমতা বন্টনের দিক থেকে ভারতীয় ইউনিয়নে যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলির তুলনায় কেন্দ্রপ্রবণতা অনেক বেশি।

- (২) একটি মাত্র কেন্দ্রীয় সংবিধান—ভারতে একমাত্র সংবিধানের অস্তিত্ব দেখা যায়—যাকে কেন্দ্রীয় সংবিধান বলা যায়। একটি সংবিধানের মধ্যেই কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যের শাসন, আইন ও বিচার সংক্রান্ত ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। গুপ্তমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের নিজস্ব সংবিধান ছিল, এখন নেই; অন্য কোন রাজ্যের নিজস্ব সংবিধান নেই। সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজ্যগুলির স্বতন্ত্র সংবিধান থাকে।

- (৩) এক নাগরিকত্ব—ভারতের নাগরিকরা গুপ্তমাত্র কেন্দ্রের নাগরিক, রাজ্যগুলির স্বতন্ত্র নাগরিকত্বের ব্যবস্থা ভারতে নেই, যা যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায়।

- (৪) দ্বিতীয় কক্ষে রাজ্যগুলির সম-প্রতিনিধিত্ব—সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হয় এবং উচ্চকক্ষে রাজ্যগুলির সম-প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকে। যুক্তরাষ্ট্র গঠনকারী সব রাজ্যেরই স্বার্থ যাতে সমভাবে সুরক্ষিত করা হয় তার জন্য প্রতিটি রাজ্যেরই সমমর্যাদা থাকে এবং প্রত্যেক রাজ্য থেকে সমসংখ্যক প্রতিনিধি উচ্চকক্ষে প্রেরণ করা হয়। এই রাজ্যের জনসংখ্যার প্রাচুর্য বা আয়তনের আকার নির্বিশেষে যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণত সমপ্রতিনিধিত্বের নীতি মানা হয়। এই

নীতি মেনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্যের প্রত্যেকটি থেকে দুজন প্রতিনিধি নিয়ে মার্কিন সিনেট বা মার্কিন আইনসভার উচ্চকক্ষ গঠিত হয়, যার সদস্য সংখ্যা হল ১০০ জন।

অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের গঠননীতি অনুসরণ করে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভাও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ বা রাজ্যসভায় কিন্তু রাজ্যগুলির সম-প্রতিনিধিদের নীতি অনুসরণ করা হয়নি। রাজ্যগুলি থেকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে রাজ্যসভার প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা স্থির করা হয়। ফলে সব রাজ্য থেকে সমসংখ্যক প্রতিনিধি ভারতের রাজ্যসভায় আসেন না। কম জনসংখ্যায়ুক্ত রাজ্যগুলির থেকে জনবহুল রাজ্যগুলির প্রতিনিধি সংখ্যা অনেক বেশি হয়।

(৫) সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য—ভারতীয় সংবিধানের সংশোধনী প্রস্তাব শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সংসদে আনা যায়, রাজ্য আইনসভায় নয়। সংবিধানে উল্লিখিত বিশেষ কয়েকটি অংশের সংশোধনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সংসদের উভয় কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের অনুমোদনের পর রাজ্য আইনসভাসমূহের অর্ধেকের সম্মতির প্রয়োজন। সংবিধানের অমিকাংশটিই কেন্দ্রীয় সংসদের উভয় কক্ষের সাধারণ সংখ্যাধিক্য ভোট বা বিশেষ সংখ্যাধিক্য (দুই-তৃতীয়াংশ ভোট) দ্বারা পাশ করা যায়। সেগুলির ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির আইনসভাসমূহের দ্বারা অনুমোদনের কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি অনুসারে সংবিধান সংশোধনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারসমূহের সম গুরুত্ব ও সম ভূমিকা থাকে।

(৬) রাজ্যের সম্মতি ছাড়া রাজ্যের নাম বা সীমানার পরিবর্তন ব্যবস্থা—সাধারণভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজ্যের নাম বা সীমানা পরিবর্তন বা রাজ্য পুনর্গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কোন রাজ্যের নাম বা সীমানা পুনর্গঠন বা পরিবর্তনের জন্য রাজ্যের কোন সম্মতি লাগে না; কেন্দ্রীয় আইনসভা এই ক্ষমতা ভোগ করে আর এজন্য কেন্দ্রীয় সংসদের উভয় কক্ষে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে প্রস্তাব পাশ করা হলেই চলবে—সেখানে বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতারও কোন প্রয়োজন নেই।

(৭) অখণ্ড ও কেন্দ্রীভূত বিচারব্যবস্থা—যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিচারবিভাগকে দ্বিধা বিভক্ত করা হয়—কেন্দ্রীয় বিচারব্যবস্থা ও রাজ্যের বিচারব্যবস্থা। কেন্দ্রীয় আইন ও শাসন সংক্রান্ত বিষয়সমূহের মামলার বিচারের জন্য কেন্দ্রীয় বিচারব্যবস্থা এবং রাজ্য আইন ও শাসনসংক্রান্ত বিষয়সমূহের বিচারের জন্য রাজ্যের বিচারব্যবস্থা থাকে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে তৈরী বিচারব্যবস্থা নেই। ভারতের সংবিধান ভারতের জন্য এক অখণ্ড ও কেন্দ্রীভূত বিচারব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। ভারতের বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তর হল সুপ্রীম কোর্ট, সুপ্রীম কোর্টের নিম্ন স্তরে রাজ্য হাইকোর্ট এবং রাজ্য হাইকোর্টের নীচে বিভিন্ন অধস্তন আদালত অবস্থান করে।

(৮) কেন্দ্র-রাজ্য প্রশাসনিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রাধান্য—ভারতীয় সংবিধানের ব্যবস্থা অনুসারে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ বিশেষ কিছু প্রশাসনিক ব্যাপারে রাজ্য সরকারগুলিকে বিভিন্ন নির্দেশ দান করতে পারে। জরুরী অবস্থার সময় কেন্দ্রের এই ক্ষমতা আরো বেড়ে যায়। কেন্দ্রীয় নির্দেশসমূহ মেনে চলতে রাজ্য সরকারগুলি বাধ্য থাকে। কোন রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় কোন নির্দেশ না মানলে সেই রাজ্যের শাসন সংবিধান অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে না বলে সেখানে রাষ্ট্রপতি শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা জারী করতে পারেন। তখন রাষ্ট্রপতি সেই রাজ্যের শাসনের দায়িত্ব হয় নিজে নেন বা কেন্দ্রীয় সরকারকে সেই দায়িত্ব প্রদান করেন। কেন্দ্রে যে দলের প্রাধান্য রাজ্যে সেই দল প্রাধান্য লাভ না করলে রাষ্ট্রপতি এই ক্ষমতাটি রাজনৈতিক কারণে প্রয়োগ করে কেন্দ্র-বিরোধী দলের রাজ্য সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারেন। এই জাতীয় ক্ষমতা অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে নেই।

(৯) কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা রাজ্যপালের নিয়োগ—রাজ্যের শাসনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ হলেন রাজ্যপাল। তাঁর নিয়োগ বা কার্যকাল সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কোন ক্ষমতা নেই। তিনি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রপ্রধান বা রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিযুক্ত হন এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতির ওপরই তাঁর কার্যকাল নির্ভর করে। রাষ্ট্রপতি হলেন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান বা নামসর্বশ্ব শাসক, কেন্দ্রের প্রকৃত শাসন ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদের হাতে ন্যস্ত। ফলে এই ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হয়, কিন্তু এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়।

(১০) কেন্দ্র-রাজ্য অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের প্রাধান্য—কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক ক্ষমতা বন্টনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রাজ্য সরকারগুলির আয়ের উৎস ও পরিমাণ সীমিত, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের উৎস ও পরিমাণ অনেক বেশি। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অনুদানের ওপর রাজ্যগুলিকে নির্ভর করতে হয়, যা রাজ্যগুলির স্বাভাবিক ও স্বাধীনতাকে সীমিত করে। তাছাড়াও কোন কোন কর কেন্দ্র কতটা পাবে বা কোন কোন কর রাজ্য সরকারগুলি পাবে, তা সুনির্দিষ্ট করার জন্য প্রতি পাঁচ বছর অন্তর যে অর্থকমিশন নিয়োগ করা হয়, তার সদস্যরা রাষ্ট্রপতি দ্বারা বা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিযুক্ত হন। ফলে সেক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় প্রাধান্য দেখা যায়।

(১১) একটি সর্বভারতীয় কৃত্যক—যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কৃত্যক ব্যবস্থা স্বতন্ত্র হয়। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানের ৩১২ ধারার ভিত্তিতে ভারতীয় সংসদ একটি সর্বভারতীয় কৃত্যক আইন রচনা করেছে। এই আইন বলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে সর্বভারতীয় কৃত্যকে নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলী সংক্রান্ত নিয়মকানুন স্থির করে। ভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যক (IAS), ভারতীয় আরক্ষা কৃত্যক (IPS) এবং ভারতীয় বনকৃত্যক (IFS) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

(১২) নির্বাচন কমিশন—কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে নির্বাচন পরিচালনার জন্য ভারতে যে নির্বাচন কমিশন আছে, তার সদস্যদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। এই নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, লোকসভা, রাজ্যসভা, রাজ্যের বিধানসভা ও বিধান পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা করে। ১৯৯২ সালের ৭৩ ও ৭৪ তম সংবিধান সংশোধন দ্বারা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ওপর, যার সদস্যদের সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার নিয়োগ করে থাকে।

(১৩) মহাগণনা ও হিসাব পরীক্ষক (CAG)—কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের হিসাব পরীক্ষার দায়িত্বে আছেন মহাগণনা ও হিসাব পরীক্ষক, যিনি রাষ্ট্রপতি বা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রপ্রধান ছাড়া নিযুক্ত হন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের হিসাব পরীক্ষার জন্য পৃথক ব্যবস্থা নেই।

(১৪) জরুরী ক্ষমতা—ভারতীয় সংবিধানের ৩৫২-৩৬০ ধারা অনুসারে ভারতের রাষ্ট্রপতি তিন ধরনের জরুরী অবস্থা জারী করতে পারেন—(ক) জাতীয় জরুরী অবস্থা, (খ) রাজ্যে সাংবিধানিক অচলাবস্থা ঘোষণা, (গ) আর্থিক জরুরী অবস্থা। এই তিন ধরনের জরুরী অবস্থায় ভারত রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং রাজ্য সরকারগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে। জরুরী অবস্থায় ভারত এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে।

(১৫) জরুরী আইন—ভারতীয় সংসদের অধিবেশন না থাকাকালীন সময়ে ভারতের রাষ্ট্রপতি জরুরী আইন প্রণয়ন করতে পারেন; সেই জরুরী আইনসমূহ সংসদ-প্রণীত আইনের মতই কার্যকর হয়—খালি ছমাসের মধ্যে সেগুলিকে সংসদ দ্বারা অনুমোদিত হয়। সংসদে কেন্দ্রীয় শাসক দলের সংখ্যাধিক্য থাকার ফলে সেই জরুরী আইন সহজেই সংসদে পাশ হয়ে যায়। অর্থাৎ সংসদের বদলে ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান দ্বারা জারী করা জরুরী আইনসমূহ ভারতীয় নাগরিকদের মেনে চলতে হয়। রাষ্ট্রপতি যেহেতু নিয়মতান্ত্রিক শাসক, সেহেতু রাষ্ট্রপতির বকলমে কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগই সেই আইন রচনা করে। ফলে আইনপ্রণয়নের ক্ষমতাও কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগ ভোগ করে, যা কেন্দ্রকে বিশেষ শক্তিশালী করে।

(১৬) অপূর্ণ ক্ষমতাপ্রসূত আইন (Delegated Legislation)—আজকাল আইন প্রণয়নের কাজটি জটিল এবং টেকনিক্যাল (technical) হয়ে পড়েছে। তাছাড়া আইন প্রণয়নের কাজ প্রচণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে কেন্দ্রীয় সংসদ আইনের কাঠামো তৈরী করেই তার কাজ শেষ করে। আইনের বিস্তারিত খুঁটিনাটি পূর্ণ করে শাসনবিভাগ বা মন্ত্রীপরিষদ। এই ব্যবস্থাকে অপূর্ণ ক্ষমতাপ্রসূত আইন বলে। এই ক্ষমতা কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগের ক্ষমতা ও প্রভাব বিশেষভাবে বৃদ্ধি করেছে।

(১৭) অর্থ অনুদান ব্যবস্থা—বাস্তবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা গ্রহণ ও কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিযুক্ত অর্থকমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে কমিশনের প্রাধান্য এবং কেন্দ্র-রাজ্য রাজস্ব বন্টনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিযুক্ত অর্থকমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যসরকারকে অর্থ অনুদান ব্যবস্থা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে এককেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে।

৯.৫. উপসংহার (Conclusion) : যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে সমীচীন বা সার্বভৌম ধারণা হল যে যুক্তরাষ্ট্র দু'ধরনের সরকার থাকবে—কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারসমূহ, যারা নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন ও সমজাতীয় গুরুত্বের অধিকারী যুক্তরাষ্ট্র সংক্রান্ত এই দৈতবাদী ধারণাকে (dualistic concept) আধুনিক কার্যবাদী তত্ত্ব (functional theory) মেনে নেয় না। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারসমূহের নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন অস্তিত্ব ও সমগুরুত্বের বদলে উভয় সরকারের পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে আধুনিক কালে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। তাই এই কার্যবাদী ধারণার ভিত্তিতে দেখা দিয়েছে সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রের ধারণা (concept of cooperative federation), যার মূল বক্তব্য হল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের গুলির মধ্যে প্রশাসনিক সহযোগিতা, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অর্থসাহায্য পাওয়ার জন্য কেন্দ্রের ওপর রাজ্য সরকারের গুলির আংশিক নির্ভরতা এবং শর্তবীন অনুদানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা রাজ্য সরকারগুলিকে সাংবিধানিক অধিকার প্রদান। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলেন যুক্তরাষ্ট্রকে কেন্দ্র বিশেষ একটি মডেল হিসাবে গ্রহণ করা ঠিক নয়, বরং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রয়োজন ও স্বার্থ অনুসারে বিভিন্ন ধরনের যুক্তরাষ্ট্র তৈরি থাকতে পারে। সর্বত্র একই ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় মডেল গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। ভারতের মত বিশালায়তনযুক্ত দেশেও সর্বত্র একই ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় মডেল প্রযোজ্য হবে না। তাই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বৈত শাসনব্যবস্থার মডেল (যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারসমূহ নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন ও সমক্ষমতায়ুক্ত) দেখা যায় না। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এখানে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য—যেমন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতাবন্টন এবং প্রত্যেকের নিজস্ব স্বাধীন কার্যক্ষেত্র—মনে আছে— তেমনই আবার একাধিক ধরনের যুক্তরাষ্ট্র তৈরি হতে পারে।

অসিনের ভাষায়, ভারতের যুক্তরাষ্ট্র হল ভারতের নিজস্ব প্রয়োজন মেটানোর জন্য এক নতুন ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, যাকে তিনি সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছেন। এখানে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাদেশিক সরকারগুলি এমন দুর্বলভাবে সৃষ্টি করা হয়নি যাতে তাদেরকে কেন্দ্রীয় নীতি রূপায়নের প্রশাসনিক সংস্থা মাত্র বলা যায়। অর্থাৎ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হল ভারতের প্রয়োজন পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে নির্মিত এক অভিনব ব্যবস্থা। ভারতে সাধারণ স্বার্থসংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং এজন্য আঞ্চলিক পরিষদ, জাতীয় উন্নয়ন পর্ষৎ, আন্তঃ রাজ্য পরিষদ, মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন, রাজ্যপালদের সম্মেলন, রাজ্য অর্থমন্ত্রীদের সম্মেলন ইত্যাদির মাধ্যমে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে ভারতে সহযোগিতামূলক বা সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছে।

২১। ‘‘A system of government which is quasi-federal.....a unitary state with subsidiary federal features, rather than a federal state with unitary features,’’

both. It is a union or composite state of a novel type. It enshrines the principle that in spite of federalism the national interest ought to be paramount."